

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩০৮৯

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

**‘বন্দে মাতরম’ শুধু গান বা কবিতা নয়, ভারতের ইতিহাস,
ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ: রাজ্যপাল**

বন্দে মাতরম শুধু কোনও গান বা কবিতা নয়, এটি ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গত ১৫০ বছরে এই গান ভাষা, অঞ্চল, জাতি ও সম্প্রদায়ের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার এক শক্তিশালী প্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নমামি ভারতম – বন্দে মাতরম গণসংগীত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাঙ্লু। আজ সকালে আগরতলার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউনহলে নয়াদিল্লির বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের উদ্যোগে এবং গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাঙ্লু বন্দে মাতরম-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, শ্রী অরবিন্দ যখন বন্দে মাতরম-কে শুধুমাত্র একটি গান নয়, বরং একটি পবিত্র আহ্বান হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, তখন তিনি সেই গভীর আবেগেরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অসংখ্য ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাজ্যপাল বলেন, গত ১৫০ বছরে বন্দে মাতরম একটি সাহিত্যকর্মের পরিসর অতিক্রম করে জাতীয় জাগরণ ও দেশাত্মবোধের এক চিরন্তন প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই গান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগের সাহস জুগিয়েছে। তিনি বলেন, এই গানের চেতনা দেশের প্রতিটি প্রান্তে, এমনকি ত্রিপুরার গ্রাম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও পৌঁছে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

রাজ্যপাল তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধভিত্তিক বিকাশে বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতি, ত্রিপুরার অবদানেরও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আবাসভূমি। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা এবং দেশের প্রতি সেবার মানসিকতা নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি সংগঠনটির প্রশংসা করেন। গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, সদস্য ও সহযোগীদের শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা ও অবদানের জন্য রাজ্যপাল অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব মণ্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যা ভারতী, ত্রিপুরার সভাপতি অধ্যাপক ড. মিলন রানি জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি তন্দ্ৰা গনচৌধুরী, বিদ্যা ভারতী, ত্রিপুরার রাজ্য সমন্বয়কারী ড. নীলমণি চক্রবর্তী এবং গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের সম্পাদক সুভাষ গনচৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল বন্দে মাতরম-এর গণসংগীত। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা একত্রিত হয়ে এই গানের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করেন।
